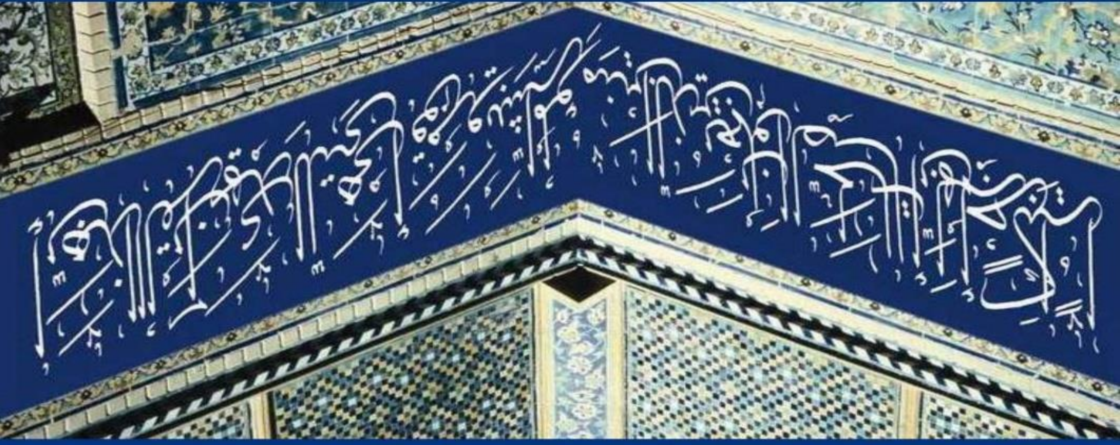
তারা কি লক্ষ্য করে না কোরানের প্রতি?
এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত,
তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত; (৪:৮২)



কোরানে বৈপরীত্য

নরসুন্দর মানুষ

ধর্মকারী
dhormockery
নিবেদিত

নরসুন্দর মানুষ



নির্মিত

কোরানে বৈপরীত্য

নরসুন্দর মানুষ

একটি ধর্মকারী ইবুক

www.dhormockery.com
www.dhormockery.net
dhormockery@gmail.com

কোরানে বৈপরীত্য

নরসুন্দর মানুষ

প্রথম সংস্করণ: নভেম্বর, ২০১৬

স্বত্ত্ব

নরসুন্দর মানুষ

ধর্মকারী ইবুক



প্রকাশক

ধর্মকারী

ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ

নরসুন্দর মানুষ

ইবুক তৈরি

নরসুন্দর মানুষ

মূল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।

Korane Boiporitto, by NoroSundor Manush

First Edition: November 2016

Published by: Dhormockery eBook

Dhaka, Bangladesh.

eBook by: NoroSundor Manush

সূচিপত্র

{সূচিপত্র ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক যুক্ত; **পর্ব নম্বর** লেখায় মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠায় চলে যাওয়া যাবে, সেই সাথে পর্ব-পৃষ্ঠার টাইটেলে মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি সূচিপত্রে আসা যাবে}

সূচনা: বৈপরীত্য .৬

DIY: (নিজে করি) .৮

অধ্যায় ১: সূরা (০২) বাকারা .৯

অধ্যায় ২: সূরা (০৩) আল ইমরান .২০

অধ্যায় ৩: সূরা (০৪) আন নিসা .২৪

অধ্যায় ৪: সূরা (০৫) আল মায়িদাহ .৩৬

অধ্যায় ৫: সূরা (০৬) আল আনআম .৪০

অধ্যায় ৬: সূরা (০৭) আল আরাফ .৪৭

অধ্যায় ৭: সূরা (০৮) আল আনফাল .৪৯

অধ্যায় ৮: সূরা (০৯) আত তাওবাহ্ .৫৩

অধ্যায় ৯: সূরা (১০) ইউনুস .৫৭

অধ্যায় ১০: সূরা (১১) হুদ .৬১

অধ্যায় ১১: সূরা (১৩) আর রা'দ .৬৩

অধ্যায় ১২: সূরা (১৪) ইব্রাহীম .৬৪

অধ্যায় ১৩: সূরা (১৫) আল হিজর .৬৫

অধ্যায় ১৪: সূরা (১৬) আন নাহল .৬৭

অধ্যায় ১৫: সূরা (১৭) বনী-ইসরাঈল .৭০

অধ্যায় ১৬: সূরা (১৮) আল কাহফ .৭২

অধ্যায় ১৭: সূরা (১৯) মারইয়াম .৭৩

অধ্যায় ১৮: সূরা (২০) ত্বোয়া-হা .৭৫

অধ্যায় ১৯: সূরা (২১) আল আম্বিয়া .৭৭

অধ্যায় ২০: সূরা (২২) আল হাজ্জ .৭৮

অধ্যায় ২১: সূরা (২৩) আল মু'মিনূন .৮০

অধ্যায় ২২: সূরা (২৪) আন নূর .৮১

অধ্যায় ২৩: সূরা (২৫) আল ফুরকান .৮৫

অধ্যায় ২৪: সূরা (২৬) আশ শুআরা .৮৬

অধ্যায় ২৫: সূরা (২৭) আন নমল .৮৭

অধ্যায় ২৬: সূরা (২৮) আল কাসাস .৮৮

অধ্যায় ২৭: সূরা (২৯) আল আনকাবূত .৮৯

অধ্যায় ২৮: সূরা (৩০) আর রুম .৯০

অধ্যায় ২৯: সূরা (৩১) লোকমান .৯১

অধ্যায় ৩০: সূরা (৩২) আস সেজদাহ্ .৯২

অধ্যায় ৩১: সূরা (৩৩) আল আহযাব .৯৩

অধ্যায় ৩২: সূরা (৩৪) সাবা .৯৫

অধ্যায় ৩৩: সূরা (৩৫) ফাতির .৯৬

অধ্যায় ৩৪: সূরা (৩৬) ইয়াসীন .৯৭

অধ্যায় ৩৫: সূরা (৩৭) আস ছাফফাত .৯৮

অধ্যায় ৩৬: সূরা (৩৮) ছোয়াদ .৯৯

অধ্যায় ৩৭: সূরা (৩৯) আয্-যুমার .১০০

অধ্যায় ৩৮: সূরা (৪০) আল মু'মিন .১০৪

অধ্যায় ৩৯: সূরা (৪১) হা-মীম সেজদাহ্ .১০৬
অধ্যায় ৪০: সূরা (৪২) আশ্-শূরা .১০৭
অধ্যায় ৪১: সূরা (৪৩) আয্-যুখরুফ .১১১
অধ্যায় ৪২: সূরা (৪৪) আদ-দোখান .১১২
অধ্যায় ৪৩: সূরা (৪৫) আল জাসিয়াহ .১১৩
অধ্যায় ৪৪: সূরা (৪৬) আল আহক্কাফ .১১৪
অধ্যায় ৪৫: সূরা (৪৭) মুহাম্মদ .১১৬
অধ্যায় ৪৬: সূরা (৫০) ক্বাফ .১১৭
অধ্যায় ৪৭: সূরা (৫১) আয-যারিয়াত .১১৮
অধ্যায় ৪৮: সূরা (৫২) আত্ব তূর .১১৯
অধ্যায় ৪৯: সূরা (৫৩) আন-নাজম .১২১
অধ্যায় ৫০: সূরা (৫৪) আল ক্বামার .১২২
অধ্যায় ৫১: সূরা (৫৬) আল ওয়াক্বিয়াহ্ .১২৩
অধ্যায় ৫২: সূরা (৫৮) আল মুজাদালাহ্ .১২৪
অধ্যায় ৫৩: সূরা (৬৮) আল ক্বলম .১২৫
অধ্যায় ৫৪: সূরা (৭০) আল মাআরিজ .১২৬
অধ্যায় ৫৫: সূরা (৭৩) আল মুয্যাম্মিল .১২৭
অধ্যায় ৫৬: সূরা (৭৪) আল মুদ্দাসসির .১২৯
অধ্যায় ৫৭: সূরা (৭৫) আল ক্বিয়ামাহ্ .১৩০
অধ্যায় ৫৮: সূরা (৭৬) আদ দাহর .১৩১
অধ্যায় ৫৯: সূরা (৮০) আবাসা .১৩৩
অধ্যায় ৬০: সূরা (৮১) আত তাকভীর .১৩৪
অধ্যায় ৬১: সূরা (৮৬) আত তারিক্ .১৩৫
অধ্যায় ৬২: সূরা (৮৮) আল গাশিয়াহ্ .১৩৬
অধ্যায় ৬৩: সূরা (৯৫) আত ত্বীন .১৩৭
অধ্যায় ৬৪: সূরা (১০৩) আল আছর .১৩৮
অধ্যায় ৬৫: সূরা (১০৯) আল কাফিরুন .১৩৯
অধ্যায় ৬৬: আপনার বৈপরীত্য! .১৪০
শেষপৃষ্ঠা: .১৪১

সূচনা: বৈপরীত্য

যদি আপনি মনুষ্য প্রজাতির একজন হন, তবে জেনে রাখুন, আমি আপনার থেকে কোনো না কোনো দিক দিয়ে আলাদা, মানে আমরা দু'জন পরস্পর বিপরীত; প্রকৃতিগত ভাবে বৈপরীত্য লালন করে মানুষ এবং এটা স্বাভাবিক। কোরান দাবি করে, সে বিপরীত তথ্য ধারণ করে না, কারণ সে এক এবং অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা (!) কর্তৃক প্রেরীত এবং তাতে কোনো বৈপরীত্য নেই! *(সূরা ৪, আয়াত ৮২)।*

কোরান গবেষকরা জানেন, কোরানে শতাধিক গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক, তথ্যগত বৈপরীত্য আছে; কিন্তু, যেখানে অন্ধ বিশ্বাসের মহাপ্লাবনে হিমালয় পর্যন্ত ডুবে যায়, সেখানে মুমিনীয় মস্তিস্ক ডুবে যাওয়া কঠিন কিছু নয়। নিরপেক্ষতার স্বার্থে তাই আমি গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক বৈপরীত্য নিয়ে এই সংকলন সাজানোর চেষ্টা করিনি।

কোরান সংকলনের পর থেকেই 'সাহাবী', 'তাবেঈন' এবং 'তাবে-তাবেঈন'-দের মধ্যে কোরানের কিছু কিছু আয়াতে চরম বৈপরীত্য চোখে পড়তে থাকে; প্রচণ্ড ধর্মভীরু কোরান ব্যাখ্যাকারীগণ 'তাফসীর' এবং 'শানে-নুযুল' গ্রন্থে প্রায় **তিন শতাধিক বৈপরীত্য** লিপিবদ্ধ করেন। ছিদ্রযুক্ত পাত্রে পানি জমা রাখা যায় না জেনেও এসব বৈপরীত্য উপেক্ষা করে এসবের নতুন নাম রাখা হয় ***নাসিখ এবং মানসুখ আয়াত (An-Nasikh-wal-Mansukh)-কোনো একটি আয়াত দ্বারা অন্য একটি আয়াতকে বাতিল ঘোষণা করা; যে আয়াতটি বাতিল হচ্ছে, তাকে বলা হয় 'মানসুখ' আয়াত; আর যে আয়াতটি দ্বারা বাতিল হচ্ছে, তাকে বলা হচ্ছে 'নাসিখ' আয়াত।***

ভেবে দেখুন, কোরান এমন একজন সৃষ্টিকর্তা (!) কর্তৃক বিশেষ যত্নে প্রেরীত, যেখানে শত-শত বাতিল আয়াত বিদ্যমান! তাও আবার একে অন্যের বিপরীত। তার পরেও বুক ফুলিয়ে বলতে শোনা যায়, ***"ইহা ঐ গ্রন্থ, যার মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই"***(সূরা ২, আয়াত ২)।

এই ইবুকটি তৈরিতে আমি কোরানের একাধিক অনুবাদ, 'তাফসীর', এবং 'শানে-নুযুল' গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি, এই সংকলনের সকল **বৈপরীত্য**-এর আবিষ্কারক প্রবলভাবে ধর্মভীরু কোরানের তাফসীর সংকলকগণ; বিশেষত: ***'তাফসীর ইবনে আব্বাস', 'তাফসীর ইবনে কাসীর'*** ও ***'তাফসীর জালালাইন'*** এর বাংলা অনুবাদ এবং কোরানের প্রথম পূর্ণাঙ্গ শানে-নুযুল গ্রন্থ *'Asbab al-Nuzul'* এর ইংরেজী সংস্করণ আমাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছে।

কোনো কোনো **বৈপরীত্য** বুঝতে ইসলাম ধর্মের রূপরেখা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে, আবার আপাত দৃষ্টিতে কোনো কোনো বৈপরীত্য তার আসল রূপ নিয়ে ধরা না-ও দিতে পারে; সেক্ষেত্রে আপনার ওই আয়াতের সামনে-পিছনের আয়াত পড়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে, এমনকি তার জন্য তাফসীর গ্রন্থ পর্যন্ত যাবার প্রয়োজন হতে পারে। সবকিছুই আপনার চিন্তার দক্ষতার পরিচয় নেবে বারবার!

এই সংকলনে প্রতিটি **বৈপরীত্য** ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিলো, তবে তাতে এটি পাঠ করে শেষ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলত; আর বাংলা ভাষায় কোরানে বৈপরীত্য নিয়ে চিন্তাশীল মানুষের জন্য একটি রেফারেন্স সংকলন করার ইচ্ছাই এই ইবুকটি করার মূল কারণ, তাই চিন্তাশীল মানুষকে চিন্তার খোরাক দেবার জন্যই ব্যাখ্যা অংশ সংযুক্ত করা হয়নি!

ইবুকটি যদি কোরানকে মুক্ত চোখে দেখার একটি রাস্তার সন্ধান আপনাকে দিতে পারে, তবেই আমার পরিশ্রম তার যোগ্য পারিশ্রমিক পেয়ে যাবে,

তা আপনার আর আমার মাঝে যতই **বৈপরীত্য** থাকুক!

ধন্যবাদ

নরসুন্দর মানুষ

নভেম্বর, ২০১৬

Do It Yourself: (নিজে করি)

DIY ১:

সূরা বাকারা (২), আয়াত ৬২ হাইলাইট করা আয়াত-এর সাথে, হাইলাইট করা আয়াত **সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ৮৫**-এর বক্তব্যের **বৈপরীত্য** খুঁজে বের করতে হবে।

DIY ২:

আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে কোরানের এমন একটি আয়াত, যা একাই প্রায় শতাধিক কোরানের আয়াতকে বাতিল করে দিয়েছে!

DIY ৩:

আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে কোরানের মোট কয়টি সূরা **বৈপরীত্য** আয়াত সম্পন্ন।

DIY ৪:

একটি আয়াতের তাফসীর ও শানে-নূযুল না দেখলে কিছুতেই তার **বৈপরীত্য** প্রকাশ পাবে না, কোনটি সেটি?

DIY ৫:

এই ইবুকটি শেষ করার পর এবং ওপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার পরেও যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন, কোরানে **বৈপরীত্য**জনিত বাতিল আয়াত নেই,

এবং কোরানে **বৈপরীত্য** নেই;

তবে আপনার মোবাইল বিকাশ নাম্বার সহ বিস্তারিত লিখে মেইল করুন, আমি আপনাকে দেবো ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকার পুরস্কার!

চলুন শুরু করি

অধ্যায়-০১: সূরা বাকারা (২) (গাভী)

বৈপরীত্য: ০১

সূরা বাকারা (২), আয়াত ৬২

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহূদী হয়েছে এবং খৃষ্টান ও সাবিঈন- যারাই আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ৮৫

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত।

বৈপরীত্য: ০২

সূরা বাকারা (২), আয়াত ৮৩

আর লোকদের সাথে ভালোভাবে কথা বলবে,

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ০৩

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১০৯

কিতাবীদের অনেকে তাদের প্রতি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তারা তাদের অন্তর্হিত বিদ্বেষ বশতঃ তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের পরে অবিশ্বাসী করতে ইচ্ছা করে; কিন্তু

যে পর্যন্ত আল্লাহ স্বয়ং আদেশ আনয়ন না করেন সে পর্যন্ত তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা করতে থাক;

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ২৯

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।

বৈপরীত্য: ০৪

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১১৫

পূর্ব ও পশ্চিম আল্লারই। অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৪৪

সুতরাং তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকেই তোমাদের চেহারা ফিরাও।

বৈপরীত্য: ০৫

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৩৯

আর আমাদের কাজ আমাদের হবে, ও তোমাদের কাজ তোমাদের হবে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ০৬

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৫৮

নিশ্চয়ই ‘সাফা’ ও ‘মারওয়া’ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। অতএব যে ব্যক্তি এই গৃহে ‘হাজ্জ’ অথবা ‘উমরাহ’ পালন’ করে তার জন্য এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দোষণীয় নয়,

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৩০

আর যে ইব্রাহীমের ধর্মমত থেকে অপসৃত হয় সে ছাড়া আর কে নিজেকে নির্বোধ বানায়?

বৈপরীত্য: ০৭

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৫৯

নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণের ও।

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৬০

তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।

বৈপরীত্য: ০৮

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৭৩

তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শুকর মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যাতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়।

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৭৩

অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই।

বৈপরীত্য: ০৯

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৭৮

হে ঈমানদারগন! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়।

সূরা বনী-ইসরাঈল (১৭), আয়াত ৩৩

যথাযথ কারণ ছাড়া আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে হত্যা করো না। কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে আমি তার উত্তরাধিকারীকে অধিকার দিয়েছি (কিসাস দাবী করার বা ক্ষমা করে দেয়ার) কাজেই সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে, কারণ তাকে তো সাহায্য করা হয়েছে (আইন-বিধান দিয়ে)।

বৈপরীত্য: ১০

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৮০

যখন তোমাদের কারও মৃত্যু নিকটবর্তী বলে মনে হয়, তখন সে যদি ধন সম্পত্তি রেখে যায় তাহলে মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বৈধভাবে অসীয়াত করা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ হল, ধর্ম-ভীরুদের এটা অবশ্য করণীয়।

সূরা আন নিসা (৪), আয়াত ১১

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেনঃ একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু' এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই

হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।

বৈপরীত্য: ১১

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৮৩

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় তোমাদের উপরও সিয়ামকে অপরিহার্য কর্তব্য রূপে নির্ধারণ করা হল যেন তোমরা সংযমশীল হতে পারো।

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৮৭

রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্নপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরন কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়।

বৈপরীত্য: ১২

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৮৪

আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্ট দায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করবে।

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৮৫

অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে যেন সিয়াম পালন করে

বৈপরীত্য: ১৩

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৯০

এবং যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং সীমা অতিক্রম করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে ভালবাসেননা।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৩৬

মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে।

বৈপরীত্য: ১৪

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৯১

তোমরা মাসজিদে হারামের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করো না,

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৯১

কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদের হত্যা কর,

বৈপরীত্য: ১৫

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৯২

অতঃপর যদি তারা বিরত হয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৬

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৯৬

কুরবানীর জন্তুগুলি স্বস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমাদের মস্তক মুন্ডন করনা।

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৯৬

কিন্তু কেহ যদি তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয়, অথবা তার মস্তিস্ক যন্ত্রনাগ্রস্ত হয় তাহলে সে সিয়াম কিংবা সাদাকাহ অথবা কুরবানী দ্বারা ওর বিনিময় করবে,

বৈপরীত্য: ১৭

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২১৫

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, তারা কিরূপে ব্যয় করবে? তুমি বলঃ তোমরা ধন সম্পত্তি হতে যা ব্যয় করবে তা মাতা-পিতার, আত্মীয়-স্বজনের, পিতৃহীনদের, দরিদ্রদের ও পথিকবৃন্দের জন্য কর;

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৬০

দান হল কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায় কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে, ঋণ-গ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে, এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।

বৈপরীত্য: ১৮

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২১৭

তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

যেখানে পাবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর,

বৈপরীত্য: ১৯

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২১৯

তোমাকে লোকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে।

সূরা আন নাহল (১৬), আয়াত ৬৭

আর খেজুর ও আঙ্গুর ফল থেকে তোমরা মদ ও উত্তম খাদ্য প্রস্তুত কর,

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২১৯

এ দু'টোয় রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকার। আর তার পাপ তার উপকারিতার চেয়ে অধিক বড়।

সূরা আন নিসা (৪), আয়াত ৪৩

হে ঈমাণদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ,

সূরা আল মায়িদাহ (৫), আয়াত ৯০

হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া আর মূর্তী ও ভাগ্য নির্ধারক তীর ঘৃণিত শয়তানী কাজ, তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সাফল্যমন্ডিত হতে পার।

সূরা আল মায়িদাহ (৫), আয়াত ৯১

মদ আর জুয়ার মাধ্যমে শয়তান তো চায় তোমাদের মাঝে শত্রুতা আর বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে, আল্লাহর স্মরণ আর নামায থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে। কাজেই তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে?

বৈপরীত্য: ২০

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২১৯

আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ১০৩

তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদাকাহ গ্রহণ কর, যদ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করে দিবে,

বৈপরীত্য: ২১

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২২১

আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে

সূরা আল মায়িদাহ (৫), আয়াত ৫

তোমাদের জন্যে হালাল সতী-সাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে,

বৈপরীত্য: ২২

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২২৮

আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা নিজেদের প্রতীক্ষায় রাখবে তিন ঋতুকাল। আর তাদের জন্য বৈধ হবে না লুকিয়ে রাখা যা আল্লাহ্ তাদের গর্ভে সৃষ্টি করেছেন, যদি তারা আল্লাহ্তে ও শেষ দিনে ঈমান আনে। আর তাদের স্বামীদের অধিকতর হক্ আছে তাদের ইতিমধ্যে ফিরিয়ে নেবার,

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২২৯,

তালাক দুই দফা, অতঃপর হয় ভালভাবে পুনঃ গ্রহণ কিংবা সদ্ব্যবহার সহকারে বিদায় দান,

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২৩০

অতঃপর যদি সে তালাক প্রদান করে তাহলে এরপরে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহিতা না হওয়া পর্যন্ত সে তার জন্য বৈধ হবেনা,

বৈপরীত্য: ২৩

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২২৯

আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় তাদের কাছ থেকে।

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২২৯

যদি উভয়ে আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর সীমা স্থির রাখতে পারবেনা। অনন্তর তোমরা যদি আশংকা কর যে, আল্লাহর নির্দেশ ঠিক রাখতে পারবেনা, সেই অবস্থায় স্ত্রী নিজের মুক্তি লাভের জন্য কিছু বিনিময় দিলে তাতে উভয়ের কোন দোষ নেই;

বৈপরীত্য: ২৪

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২৩৩

যে ব্যক্তি দুধপান কাল পূর্ণ করাতে ইচ্ছুক তার জন্য মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বৎসরকাল স্তন্য দান করবে।

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২৩৩

কিন্তু যদি তারা পরস্পর পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে স্তন্য ত্যাগ করাতে ইচ্ছা করে তাতে উভয়ের কোন দোষ নেই;

বৈপরীত্য: ২৫

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২৪০

আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যাবে, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য এক বছরের ভরণ-পোষণের ওসিয়ত করবে বের না করে দিয়ে;

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২৩৪

আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যাবে, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষায় থাকবে।

বৈপরীত্য: ২৬

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২৫৬

দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি কিংবা বাধ্যবাধকতা নেই। নিশ্চয়ই ভ্রান্তি হতে সুপথ প্রকাশিত হয়েছে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ২৭

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২৮৬

আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না,

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৮৫

তোমাদের পক্ষে যা সহজসাধ্য আল্লাহ তা’ই ইচ্ছা করেন ও তোমাদের পক্ষে যা দুঃসাধ্য তা ইচ্ছা করেন না,

অধ্যায়-০২: সূরা আল ইমরান (০৩) (ইমরানের পরিবার)

বৈপরীত্য: ২৮

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ২০

অতঃপর যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয়ই তারা পথ পাবে আর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমার দায়িত্ব শুধু প্রচার করা।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ২৯

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ২৮

তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৩০

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ৮৬,

আল্লাহ কীরূপে সেই সম্প্রদায়কে সুপথ দেখাবেন যারা ঈমান আনার পর, এ রসূলকে সত্য বলে স্বীকার করার পর এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল আসার পর কুফরী করে? বস্তুতঃ আল্লাহ যালিম কওমকে পথ দেখান না।

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ৮৭,

এমন লোকের শাস্তি হলো আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত।

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ৮৮

সর্বক্ষণই তারা তাতে থাকবে। তাদের আযাব হালকাও হবে না এবং তার এত অবকাশও পাবে না।

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ৮৯

কিন্তু যারা অতঃপর তওবা করে নেবে এবং সৎকাজ করবে তারা ব্যতীত, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালূ।

বৈপরীত্য: ৩১

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ৯৭,

আর এ ঘরের হজ্ব করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য;

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ৯৭

যে লোকের সামর্থ রয়েছে এ পর্যন্ত পৌছার।

বৈপরীত্য: ৩২

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১০২,

ওহে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো যেমন তাঁকে ভয় করা উচিত, আর তোমরা প্রাণত্যাগ করো না আত্মসমর্পিত না হয়ে।

সূরা আত তাগাবুন (৬৪), আয়াত ১৬,

অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর

বৈপরীত্য: ৩৩

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১১১,

যৎসামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ২৯

তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না

বৈপরীত্য: ৩৪

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৪৫,

যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করব। পক্ষান্তরে-যে লোক আখেরাতে বিনিময় কামনা করবে, তা থেকে আমি তাকে তাই দেবো।

সূরা বনী-ইসরাঈল (১৭), আয়াত ১৮

যে দুনিয়া চায় আমি সেখানে তাকে দ্রুত দিয়ে দেই, যা আমি চাই, যার জন্য চাই।

বৈপরীত্য: ৩৫

সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত ১৮৬,

নিশ্চয়ই তোমাদের পরীক্ষা করা হবে তোমাদের ধনসম্পত্তি ও তোমাদের লোকজনের মাধ্যমে, আর নিঃসন্দেহ তোমরা শুনতে পাবে তোমাদের আগে যাদের গ্রন্থ দেয়া হয়েছে তাদের থেকে এবং যারা শরিক করে তাদের থেকে অনেক গালিগালাজ। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো ও ভয়ভক্তি করো তবে নিশ্চয় সেটি হবে সৎসাহসের কাজ।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ২৮

হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে।

অধ্যায়-০৩: সূরা আন নিসা (০৪) (নারী)

বৈপরীত্য: ৩৬

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৭

মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে; আর মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক আর বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৮

সম্পতি বন্টনের সময় যখন আত্নীয়-স্বজন, এতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু সদালাপ করো। (৮)

সূরা আন নিসা (৪), আয়াত ১১

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেনঃ একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু' এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।

বৈপরীত্য: ৩৭

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১০

যারা এতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৬

আর এতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করতে পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পন করতে পার। এতীমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করো না বা তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যারা স্বচ্ছল তারা অবশ্যই এতীমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ খেতে পারে।

বৈপরীত্য: ৩৮

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৯

আর তাদের ভয় করা উচিৎ যে, যদি তারা তাদের পেছনে অসহায় সন্তান রেখে যেত, তাহলে তারা তাদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হত। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং যেন সঠিক কথা বলে।

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৮২

যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশংকা করে পক্ষপাতিত্বের অথবা কোন অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন গোনাহ হবে না।

বৈপরীত্য: ৩৯

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১৫

আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা অশ্লীল আচরণ করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্যে থেকে চারজন সাক্ষী ডাকো, তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের ঘরের ভেতরে আটক করে রাখো যে পর্যন্ত না মৃত্যু তাদের উপরে ঘনিয়ে আসে,

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১৫

অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য পথ করে দেন।

বৈপরীত্য: ৪০

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১৬

তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর।

সূরা আন নূর (২৪) আয়াত ২

ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর।

বৈপরীত্য: ৪১

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১৭

নিশ্চয়ই যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ ক'রে বসে, তৎপর সত্বর তাওবাহ করে, এরাই তারা যাদের তাওবাহ আল্লাহ কবূল করেন।

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১৮

আর তাদের জন্য কোন ক্ষমা নেই যারা ঐ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে যখন তাদের কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, নিশ্চয়ই আমি এখন ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাদের জন্যও ক্ষমা নয় যারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে;

বৈপরীত্য: ৪২

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১৯

বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহন করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও;

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১৯

যদি না তারা সুস্পষ্ট ব্যভিচার করে।

বৈপরীত্য: ৪৩

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ২২

যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না।

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ২২

অবশ্য যা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে তা ব্যতীত।

বৈপরীত্য: ৪৪

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ২২

যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না।

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ২২

অবশ্য যা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে তা ব্যতীত।

বৈপরীত্য: ৪৫

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ২৩

তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে - তোমাদের মাতৃগণ, কন্যাগণ, ভগ্নিগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতৃকন্যাগণ, ভগ্নির কন্যাগণ, তোমাদের সেই মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছে, তোমাদের দুগ্ধ ভগ্নিগণ, তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃগণ, তোমরা যাদের অভ্যন্তরে উপনীত হয়েছ সেই স্ত্রীদের যে সকল কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে অবস্থিত; কিন্তু যদি তোমরা তাদের মধ্যে উপনীত না হয়ে থাক তাহলে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই; এবং ঔরসজাত পুত্রদের পত্নীগণ;

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ২৩

তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা।

বৈপরীত্য: ৪৬

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ২৪

তোমরা তোমাদের অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে চাইবে বিবাহ করে, অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়ে নয়।

সূরা আল মু'মিনূন (২৩) আয়াত ৫

তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না।

বৈপরীত্য: ৪৭

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৩৩

আর যাদের সঙ্গে তোমাদের ডান হাতের দ্বারা অঙ্গীকার করেছ তাদের ভাগ তা হলে প্রদান করো।

সূরা আল আনফাল (৮) আয়াত ৭৫

আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জেহাদ করেছে, তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ যারা আত্নীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী হকদার।

বৈপরীত্য: ৪৮

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৪৭

ওহে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, আমি যা নাযিল করেছি, তার উপর তোমরা ঈমান আন, যা তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থক আমি তোমাদের মুখগুলোকে বিকৃত করে সেগুলোকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার পূর্বে (ঈমান আন), কিংবা শনিবারওয়ালাদেরকে যেমন অভিসম্পাত করেছিলাম, এদেরকেও তেমনি অভিসম্পাত করার পূর্বে।

সূরা আল বাকারা (২) আয়াত ২১৬

তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

বৈপরীত্য: ৪৯

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ২৯

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।

সূরা আন নূর (২৪) আয়াত ৬১

অন্ধের জন্য দোষ নেই, খোঁড়ার জন্য দোষ নেই, আর দোষ নেই রোগীর জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই আহার করায় নিজেদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে,

বৈপরীত্য: ৫০

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৪৩

হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যেওনা, যখন নিজের উচ্চারিত বাক্যের অর্থ নিজেই বুঝতে সক্ষম নও - এ অবস্থায় অথবা গোসল যরুরী হলে তা সমাপ্ত না করে সালাতের জন্য দান্ডায়মান হয়োনা। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। যদি তোমরা পীড়িত হও, কিংবা প্রবাসে অবস্থান কর অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ পায়খানা হতে প্রত্যাগত হয় কিংবা রমণী স্পর্শ করে এবং পানি না পাওয়া যায় তাহলে বিশুদ্ধ মাটির অন্বেষণ কর, তদ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ মুছে ফেল; নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

সূরা আল বাকারা (২) আয়াত ২১৯

মাদক দ্রব্য ও জুয়া খেলা সম্বন্ধে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলঃ এ দু'টোর মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং কোন কোন লোকের (কিছু) উপকার আছে, কিন্তু ও দু'টোর লাভ অপেক্ষা পাপই গুরুতর; তারা তোমাকে (আরও) জিজ্ঞেস করছে, তারা কি (পরিমান) ব্যয় করবে? তুমি বলঃ যা তোমাদের উদ্ধৃত্ত;

বৈপরীত্য: ৫১

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৬৩

অতএব, আপনি ওদেরকে উপেক্ষা করুন এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন কথা বলুন যা তাদের জন্য কল্যাণকর।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৫২

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৬৪

আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দিতেন। অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৮০

তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

সূরা আল মুনাফিকূন (৬৩), আয়াত ৬

তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না।

বৈপরীত্য: ৫৩

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৭১

হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ১২২

আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে

বৈপরীত্য: ৫৪

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৮০

কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে (জোরপূর্বক তাকে সৎপথে আনার জন্য) আমি তোমাকে তাদের প্রতি পাহারাদার করে পাঠাইনি।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৫৫

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৮১

কিন্তু যখন তারা তোমার নিকট হতে বের হয়ে যায় তখন তাদের একদল, তুমি যা বল তার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে; এবং তারা যা পরামর্শ করে আল্লাহ তা লিপিবদ্ধ করেন; অতএব তাদের প্রতি নিস্পৃহ হও এবং আল্লাহর উপর নির্ভর কর;

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৫৬

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৯০

তবে (তাদেরকে হত্যা করো না) যারা মিলিত হয় এমন কওমের সাথে, যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি রয়েছে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৫৭

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৯১

অচিরেই তুমি এরূপও প্রাপ্ত হবে, যারা তোমাদের দিক হতে ও স্বীয় সম্প্রদায় হতে শান্তির সাথে থাকতে ইচ্ছা করে,

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৫৮

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৯২

যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়,

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ১

সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।

বৈপরীত্য: ৫৯

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৯৩

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে।

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১১৬

নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন।

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৪৮

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেননা এবং তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন

বৈপরীত্য: ৬০

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১৪৫

মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে, তুমি তাদের জন্য কক্ষনো কোন সাহায্যকারী পাবে না।

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১৪৬

তবে যারা তাওবা করে নিজদেরকে শুধরে নেয়, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর জন্য নিজদের দীনকে খালেস করে, তারা মুমিনদের সাথে থাকবে।

বৈপরীত্য: ৬১

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৮৪

কাজেই আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হবে,

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৮৮

অনন্তর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দল হলে? এবং তারা যা অর্জন করেছে তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন; আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কি তাকে পথ প্রদর্শন করতে চাও? এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন বস্তুতঃ তুমি তার জন্য কোনই পথ পাবেনা।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-০৪: সূরা আল মায়িদাহ (০৫) (খাবার টেবিল)

বৈপরীত্য: ৬২

সূরা আল মায়িদাহ (০৫) আয়াত ২

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী, নিষিদ্ধ মাসগুলি, কুরবানীর পশুগুলির গলায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলি এবং যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাবার জন্য সম্মানিত ঘরে যাবার ইচ্ছা করে তাদের অবমাননা করা বৈধ মনে করনা।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৬৩

সূরা আল মায়িদাহ (০৫) আয়াত ১৩

অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ২৯

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম,

বৈপরীত্য: ৬৪

সূরা আল মায়িদাহ (০৫) আয়াত ৩৩

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।

সূরা আল মায়িদাহ (০৫) আয়াত ৩৪

কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।

বৈপরীত্য: ৬৫

সূরা আল মায়িদাহ (০৫) আয়াত ৪২

অতএব, তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন।

সূরা আল মায়িদাহ (০৫) আয়াত ৪৯

আর আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে এই প্রেরিত কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবে এবং তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেনা,

বৈপরীত্য: ৬৬

সূরা আল মায়িদাহ (০৫) আয়াত ৯৯

রসূলের দায়িত্ব শুধু পৌছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ্যে কর এবং যা কিছু গোপন কর।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৬৭

সূরা আল মায়িদাহ (০৫) আয়াত ১০৫

হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর তোমাদের নিজদের দায়িত্ব। যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা

সূরা আল মায়িদাহ (০৫) আয়াত ১০৫

যদি তোমরা পথনির্দেশ মেনে চল।

বৈপরীত্য: ৬৮

সূরা আল মায়িদাহ (০৫) আয়াত ১০৬

হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু আসন্ন হয় তখন অসীয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন লোক সাক্ষী থাকা সঙ্গত। এই দু'ব্যক্তি হবে দীনদার এবং তোমাদের মধ্য হতে; অথবা ভিন্ন সম্প্রদায় হতে দু'জন হবে,

সূরা আত ত্বালাক (৬৫) আয়াত ২

তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায় পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিও।

বৈপরীত্য: ৬৯

সূরা আল মায়িদাহ (০৫) আয়াত ১০৭

অতঃপর যদি জানা যায় যে, তারা কোনো পাপে জড়িত হয়ে পড়েছিল তাদের মধ্য হতে সর্বাপেক্ষা নিকটতম অপর দু’ব্যক্তি তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে,

সূরা আত ত্বালাক (৬৫) আয়াত ২

অতঃপর যখন তাদের (‘ইদ্দাতের) সময়কাল এসে যায়, তখন তাদেরকে ভালভাবে (স্ত্রী হিসেবে) রেখে দাও, অথবা ভালভাবে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দাও। আর তোমাদের মধ্যেকার দু’জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখ।

বৈপরীত্য: ৭০

সূরা আল মায়িদাহ (০৫) আয়াত ১০৮

এটি এ বিষয়ের নিকটতম উপায় যে, তারা ঘটনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করবে অথবা আশঙ্কা করবে যে, তাদের কাছ থেকে কসম নেয়ার পর আবার কসম চাওয়া হবে।

সূরা আত ত্বালাক (৬৫) আয়াত ২

আর তোমাদের মধ্যেকার দু’জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখ।

অধ্যায়-০৫: সূরা আল আনআম (০৬) (গৃহপালিত পশু)

বৈপরীত্য: ৭১

সূরা আল আনআম (০৬) আয়াত ১৫

আপনি বলুন, আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হতে ভয় পাই কেননা, আমি একটি মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় করি।

সূরা আল ফাৎহ (৪৮) আয়াত ২

যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন;

বৈপরীত্য: ৭২

সূরা আল আনআম (০৬) আয়াত ৬৬

আপনি বলে দিনঃ আমি তোমাদের উপর নিয়োজিত নই।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৭৩

সূরা আল আনআম (০৬) আয়াত ৬৮

যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াত সমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়, যদি শয়তান

আপনাকে ভূলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না।

সূরা আল আনআম (০৬) আয়াত ৬৯

তাদের কোন কাজের হিসেব দেয়ার দায়-দায়িত্ব মুত্তাকীদের উপর নেই। কিন্তু উপদেশ দেয়া কর্তব্য যাতে ওরাও তাকওয়া অবলম্বন করে।

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১৪০

তাদের সাথে (বৈঠকে) উপবেশন করনা, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে;

বৈপরীত্য: ৭৪

সূরা আল আনআম (০৬) আয়াত ৭০

তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ২৯

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না,

বৈপরীত্য: ৭৫

সূরা আল আনআম (০৬) আয়াত ৯১

আপনি বলে দিনঃ আল্লাহ নাযিল করেছেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের ক্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৭৬

সূরা আল আনআম (০৬) আয়াত ১০৪

আপনি বলে দিনঃ আল্লাহ নাযিল করেছেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের ক্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৭৭

সূরা আল আনআম (০৬) আয়াত ১০৬

আপনি পথ অনুসরণ করুন, যার আদেশ পালনকর্তার পক্ষ থেকে আসে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৭৮

সূরা আল আনআম (০৬) আয়াত ১০৭

যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তারা শেরক করত না। আমি আপনাকে তাদের সংরক্ষক করিনি এবং আপনি তাদের কার্যনির্বাহী নন।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৭৯

সূরা আল আনআম (০৬) আয়াত ১০৮

অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করত।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৮০

সূরা আল আনআম (০৬) আয়াত ১১২

তোমার রবের ইচ্ছা হলে, তারা এমন কাজ করতে পারতনা। সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাগুলিকে বর্জন করে চলবে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৮১

সূরা আল আনআম (০৬) আয়াত ১২১

আর যে জন্তু যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়না তা তোমরা আহার করনা। কেননা এটা গর্হিত বস্তু,

সূরা আল মায়িদাহ (০৫) আয়াত ৫

আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল। আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল।

বৈপরীত্য: ৮২

সূরা আল আনআম (০৬) আয়াত ১৩৫

বলো -- "হে আমার লোকেরা! তোমাদের স্থলে তোমরা কাজ করে চলো, আমিও কাজ করে যাচ্ছি, আর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার জন্য রয়েছে শেষ-আলয়।" নিঃসন্দেহ অন্যায়কারীরা সফলকাম হবে না।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৮৩

সূরা আল আনআম (০৬) আয়াত ১৩৭

আল্লাহ চাইলে তারা এসব কাজ করতে পারতনা। সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের ভ্রান্ত উক্তিগুলিকে ছেড়ে দাও।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৮৪

সূরা আল আনআম (০৬) আয়াত ১৫৮

আপনি বলে দিনঃ তোমরা পথের দিকে চেয়ে থাক, আমরাও পথে দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৮৫

সূরা আল আনআম (০৬) আয়াত ১৫৯

নিঃসন্দেহ যারা তাদের ধর্মকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দল হয়ে গেছে, তাদের জন্য তোমার কোনো দায়দায়িত্ব নেই। নিঃসন্দেহ তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে, তিনিই এরপরে তাদের জানাবেন যা তারা করে চলতো।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-০৬: সূরা আল আরাফ (০৭) (উচু স্থানসমূহ)

বৈপরীত্য: ৮৬

সূরা আল আরাফ (০৭) আয়াত ১৮০

আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, সত্ত্বরই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৮৭

সূরা আল আরাফ (০৭) আয়াত ১৮৩

আমি তাদেরকে অবকাশ ও সুযোগ দেই,

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৮৮

সূরা আল আরাফ (০৭) আয়াত ১৯৯

তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর, এবং লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-০৭: সূরা আল আনফাল (০৮) (যুদ্ধে-লব্ধ ধনসম্পদ)

বৈপরীত্য: ৮৯

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ১

তারা তোমাকে যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। বল, 'যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের; কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর নিজেদের সম্পর্ককে সুষ্ঠু সুন্দর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কর।

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৪১

আর তোমরা জেনে রেখ যে, যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গাণীমাতের মাল লাভ করেছ ওর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রাসূল, (রাসূলের) নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মূসাফিরের জন্য

বৈপরীত্য: ৯০

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৩৩

তুমি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না এবং যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে এরূপ অবস্থায়ও আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৩৪

কিন্তু তাদের কি বলার আছে যে জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেননা, যখন তারা মাসজিদুল হারামের পথ রোধ করছে, অথচ তারা মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়?

বৈপরীত্য: ৯১

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৩৮

তুমি কাফিরদেরকে বলঃ তারা যদি অনাচার থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদের পূর্বের অপরাধ যা হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৩৯

তোমরা সদা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৯৩

ফিতনা দূর হয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর;

বৈপরীত্য: ৯২

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৬১

যদি তারা (কাফিরেরা) সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে তুমিও সন্ধি করতে আগ্রহী হও, আর আল্লাহর উপর ভরসা কর,

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ২৯

তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযয়া দেয়।

বৈপরীত্য: ৯২

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৬৫

হে নাবী! মু'মিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর, তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল মুজাহিদ থাকে তাহলে তারা দু'শ জন কাফিরের উপর জয়যুক্ত হবে, আর তোমাদের মধ্যে এক'শ জন থাকলে তারা এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে,

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৬৬

এখন আল্লাহ তোমাদের দায়িত্বভার কমিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তো জানেন যে তোমাদের ভিতর দুর্বলতা রয়ে গেছে, কাজেই তোমাদের মাঝে যদি একশ' জন ধৈর্যশীল হয় তবে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে। আর যদি তোমাদের মাঝে এক হাজার (ঐ রকম) লোক পাওয়া যায় তাহলে তারা আল্লাহর হুকুমে দু'হাজার লোকের উপর জয়ী হবে।

বৈপরীত্য: ৯৩

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৭২

যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরাত করেনি তারা হিজরাত না করা পর্যন্ত তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার কোন দায়-দায়িত্ব তোমার উপর নেই,

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৭৩

যদি তোমরা তা না কর (অর্থাৎ তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আস) তাহলে দুনিয়াতে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।

বৈপরীত্য: ৯৪

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৭২

তবে তারা যদি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, তবে তাদের বিরুদ্ধে নয় যাদের সঙ্গে তোমাদের মৈত্রী চুক্তি রয়েছে।

সূরা আল আনফাল (০৮) আয়াত ৭৩

আর যারা কুফরী করে তারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা তা না কর (অর্থাৎ তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আস) তাহলে দুনিয়াতে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ্ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-০৮: সূরা আত তাওবাহ্ (০৯) (অনুশোচনা)

বৈপরীত্য: ৯৫

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ১

মুশরিকদের মধ্যেকার যাদের সঙ্গে তোমরা সন্ধিচুক্তি করেছিলে তাদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ হতে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া হল।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ২

অতঃপর (হে কাফিরগণ!) চার মাস তোমরা যমীনে (ইচ্ছে মত) চলাফেরা করে নাও; আর জেনে রেখ যে, তোমরা আল্লাহকে নত করতে পারবে না,

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বৈপরীত্য: ৯৬

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৯৭

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৭

অবশ্য ঐসব লোক ছাড়া যাদের সঙ্গে তোমরা মাসজিদুল হারামের নিকট চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে; তারা যদ্দিন তোমাদের সঙ্গে চুক্তি ঠিক রাখে, তোমরাও তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তিতে দৃঢ় থাক।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ৯৭

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৩৪

আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৬০

দান তো কেবল অক্ষমদের জন্য, আর অভাবগ্রস্তদের, আর এর জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের, আর যাদের হৃদয় ঝোঁকোনো হয় তাদের, আর দাস-মুক্তির, আর ঋণগ্রস্তদের, আর আল্লাহ্‌র পথে, আর পর্যটকদের জন্য, -- আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এই বিধান। আর আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞাতা, পরমজ্ঞানী।

বৈপরীত্য: ৯৮

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৩৯

যদি তোমরা বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন,

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৪১

অভিযানে বের হও স্বল্প সরঞ্জামের সাথেই হোক, অথবা প্রচুর সরঞ্জামের সাথেই হোক এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা যুদ্ধ কর,

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ১২২

আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে।

বৈপরীত্য: ৯৯

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৪৪

আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না,

সূরা আন নূর (২৪), আয়াত ৬২

অতএব তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাবার জন্য তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে;

বৈপরীত্য: ১০০

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৮০

তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

সূরা আল মুনাফিকূন (৬৩), আয়াত ৬

আপনি তাদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

বৈপরীত্য: ১০১

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৯৭

বেদুইনরা কুফর ও মোনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেসব নীতি-কানুন না শেখারই যোগ্য যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের উপর নাযিল করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সব কিছুই জানেন এবং তিনি অত্যন্ত কুশলী।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৯৮

কতক বেদুঈন যা তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাকে জরিমানা বলে গণ্য করে আর তোমাদের দুঃখ মুসিবতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, মন্দের চক্র তাদেরকেই ঘিরে ধরুক।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৯৯

আর কোন কোন বেদুইন হল তারা, যারা ঈমান আনে আল্লাহর উপর, কেয়ামত দিনের উপর এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর নৈকট্য এবং রসূলের দোয়া লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনো! তাই হল তাদের ক্ষেত্রে নৈকট্য। আল্লাহ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভূক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুনাময়।

অধ্যায়-০৯: সূরা ইউনুস (১০) (নবী ইউনুস)

বৈপরীত্য: ১০২

সূরা ইউনুস (১০), আয়াত ১০

আমি যদি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নাফরমানী করি, তবে কঠিন দিবসের আযাবের ভয় করি।

সূরা আল ফাৎহ (৪৮), আয়াত ২

যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

বৈপরীত্য: ১০৩

সূরা ইউনুস (১০), আয়াত ২০

বস্তুতঃ তারা বলে, তাঁর কাছে তাঁর পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ এল না কেন? বলে দাও গায়েবের কথা আল্লাহই জানেন। আমি ও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১০৪

সূরা ইউনুস (১০), আয়াত ৪১

আর যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে বল, আমার জন্য আমার কর্ম, আর তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদের দায়-দায়িত্ব নেই আমার কর্মের উপর এবং আমারও দায়-দায়িত্ব নেই তোমরা যা কর সেজন্য।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১০৫

সূরা ইউনুস (১০), আয়াত ৪৬

আর আমি তাদের সাথে যে শাস্তির অঙ্গীকার করছি, যদি ওর সামান্য অংশও তোমাকে দেখিয়ে দিই, অথবা তোমাকে মৃত্যু দান করি, সর্বাবস্থায় তাদেরকে আমারই পানে আসতে হবে, আর আল্লাহ তাদের সকল কৃতকর্মেরই খবর রাখেন।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১০৬

সূরা ইউনুস (১০), আয়াত ৯৯

তোমার প্রতিপালক ইচ্ছে করলে দুনিয়ার সমস্ত লোক অবশ্যই ঈমান আনত, তাহলে কি তুমি ঈমান আনার জন্য মানুষদের উপর জবরদস্তি করবে?

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১০৬

সূরা ইউনুস (১০), আয়াত ১০২

তবে কি তারা কেবল তাদের পূর্বে বিগত লোকদের অনুরূপ দিনগুলোরই অপেক্ষা করছে? বল, ‘তবে তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান’।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১০৭

সূরা ইউনুস (১০), আয়াত ১০৮

বস্তুতঃ সে নিজের জন্যই পথে আসবে; আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে তার পথভ্রষ্টতা তারই উপরে বর্তাবে, আর আমাকে (রাসূলকে) তোমাদের উপর দায়িত্বশীল করা হয়নি।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১০৮

সূরা ইউনুস (১০), আয়াত ১০৯

তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ ফায়সালা প্রদান করেন।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-১০: সূরা হুদ (১১) (নবী হুদ)

বৈপরীত্য: ১০৯

সূরা হুদ (১১), আয়াত ১২

তুমিতো শুধু সতর্ককারী মাত্র; আর সব কিছুরই দায়িত্বভার তো আল্লাহই নিয়েছেন।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১১০

সূরা হুদ (১১), আয়াত ১৫

যারা এ দুনিয়ার জীবন আর তার শোভা সৌন্দর্য কামনা করে, তাদেরকে এখানে তাদের কর্মের পুরোপুরি ফল আমি দিয়ে দেই, আর তাতে তাদের প্রতি কোন কমতি করা হয় না।

সূরা বনী-ইসরাঈল (১৭), আয়াত ১৮

যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে দেই। অতঃপর তাদের জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।

বৈপরীত্য: ১১১

সূরা হুদ (১১), আয়াত ১২১

আর যারা ঈমান আনে না, তাদেরকে বলে দাও যে, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় কাজ করে যাও, আমরাও কাজ করে যাই।

সূরা হুদ (১১), আয়াত ১২২

এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-১১: সূরা আর রা'দ (১৩) (বজ্রপাত)

বৈপরীত্য: ১১২

সূরা আর রা'দ (১৩), আয়াত ৬

আপনার পালনকর্তা মানুষকে তাদের অন্যায় সত্বেও ক্ষমা করেন

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৪৮

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ১১৬

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেননা এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন;

বৈপরীত্য: ১১৩

সূরা আর রা'দ (১৩), আয়াত ৪০

তবে তোমার কর্তব্য কেবল পৌঁছে দেয়া, আর আমার দায়িত্ব হিসাব নেয়া।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-১২: সূরা ইব্রাহীম (১৪) (নবী ইব্রাহিম)

বৈপরীত্য: ১১৪

সূরা ইব্রাহীম (১৪), আয়াত ৩৪

যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।

সূরা আল কাহফ (১৬), আয়াত ১৮

যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

অধ্যায়-১৩: সূরা আল হিজর (১৫) (পাথুরে পাহাড়)

বৈপরীত্য: ১১৫

সূরা ইব্রাহীম (১৫), আয়াত ৩

তাদের ছেড়ে দাও, তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং মিথ্যা আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক, পরিণামে তারা বুঝবে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১১৬

সূরা ইব্রাহীম (১৫), আয়াত ৮৫

এবং কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১১৭

সূরা ইব্রাহীম (১৫), আয়াত ৮৮

আপনি চক্ষু তুলে ঐ বস্তুর প্রতি দেখবেন না, যা আমি তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্যে দিয়েছি, তাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১১৮

সূরা ইব্রাহীম (১৫), আয়াত ৮৯

আর বলে দাও, 'আমি তো স্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী মাত্র।'

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১১৯

সূরা ইব্রাহীম (১৫), আয়াত ৯৪

সুতরাং তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রচার কর এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-১৪: সূরা আন নাহল (১৬) (মৌমাছি)

বৈপরীত্য: ১২০

সূরা আন নাহল (১৬), আয়াত ৬৭

আর খেজুর ও আঙ্গুর ফল থেকে তোমরা মদ ও উত্তম খাদ্য প্রস্তুত কর, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।

সূরা আল মায়িদাহ (৫), আয়াত ৯০

হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া আর মূর্তী ও ভাগ্য নির্ধারক তীর ঘৃণিত শয়তানী কাজ, তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সাফল্যমন্ডিত হতে পার।

সূরা আল মায়িদাহ (৫), আয়াত ৯১

সুতরাং এখনো কি তোমরা নিবৃত্ত হবেনা?

বৈপরীত্য: ১২১

সূরা আন নাহল (১৬), আয়াত ৮২

এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (জোরপূর্বক তাদেরকে সঠিক পথে আনা তোমার দায়িত্ব নয়) তোমার দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছে দেয়া।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১২২

সূরা আন নাহল (১৬), আয়াত ১০৬

কেহ ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য আছে মহা শাস্তি;

সূরা আন নাহল (১৬), আয়াত ১০৬

তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচল।

সূরা আন নিসা (৪), আয়াত ৯৮

কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না।

বৈপরীত্য: ১২৩

সূরা আন নাহল (১৬), আয়াত ১২৫

তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহবান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সুন্দরভাবে। তোমার রাব্ব ভাল করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী এবং কে সৎ পথে আছে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১২৪

সূরা আন নাহল (১৬), আয়াত ১২৭

আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহর জন্য ব্যতীত নয়, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ্ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-১৫: সূরা বনী-ইসরাঈল (১৭) (ইহুদী জাতি)

বৈপরীত্য: ১২৫

সূরা বনী-ইসরাঈল (১৭), আয়াত ২৩

তোমার প্রতিপালক হুকুম জারি করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত করো না, আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা তাদের উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে বিরক্তি বা অবজ্ঞাসূচক কথা বলো না, আর তাদেরকে ভৎর্সনা করো না। তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।

সূরা বনী-ইসরাঈল (১৭), আয়াত ২৪

অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থাক এবং বলঃ হে আমার রাব্ব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন পালন করেছিলেন।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ১১৩

নাবী ও মু'মিনদের জন্য শোভনীয় নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তারা আত্মীয়-স্বজন হলেও, যখন এটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।

বৈপরীত্য: ১২৬

সূরা বনী-ইসরাঈল (১৭), আয়াত ৫৪

তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ভালভাবে জানেন; ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন; আমি তোমাকে তাদের অভিভাবক করে পাঠাইনি।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১২৭

সূরা বনী-ইসরাঈল (১৭), আয়াত ১১০

আর তোমরা নামাযে আওয়াজ চড়া করো না এবং এতে নিঃশব্দও হয়ো না, বরং এই উভয়ের মধ্যে পথ অনুসরণ করো।

সূরা আল আরাফ (৭), আয়াত ২০৫

আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকো না।

অধ্যায়-১৬: সূরা আল কাহফ (১৮) (গুহা)

বৈপরীত্য: ১২৮

সূরা আল কাহফ (১৮), আয়াত ২৯

বলুনঃ সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক।

সূরা আদ দাহ্র (৭৬), আয়াত ৩০

তোমরা ইচ্ছে কর না আল্লাহর ইচ্ছে ব্যতীত। (অর্থাৎ আল্লাহ কোন কিছু কার্যকর করতে চাইলে তোমাদের মাঝে ইচ্ছে ও শক্তি সঞ্চার করতঃ তোমাদের মাধ্যমে তা কার্যকর করেন)। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রাজ্ঞ।

অধ্যায়-১৭: সূরা মারইয়াম (১৯) (ঈসা নবীর মা)

বৈপরীত্য: ১২৯

সূরা মারইয়াম (১৯), আয়াত ৩৯

তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিন সম্বন্ধে, যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে; এখন তারা অনুধাবন এবং বিশ্বাস স্থাপন করবেনা।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৩০

সূরা মারইয়াম (১৯), আয়াত ৫৯

তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে।

সূরা মারইয়াম (১৯), আয়াত ৬০

কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সুতরাং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন জুলুম করা হবে না।

বৈপরীত্য: ১৩১

সূরা মারইয়াম (১৯), আয়াত ৭১

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে না, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য ফয়সালা।

সূরা মারইয়াম (১৯), আয়াত ৭২

আর আমরা উদ্ধার করব তাদের যারা ধর্মপরায়ণতা অবলম্বন করে, আর অন্যায়কারীদের সেখানে রেখে দেব নতজানু অবস্থায়।

বৈপরীত্য: ১৩২

সূরা মারইয়াম (১৯), আয়াত ৭৫

বল, যারা বিভ্রান্তিতে পড়ে আছে, দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্য (রশি) ঢিল দিয়ে দেন, যে পর্যন্ত না তারা দেখতে পাবে

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৩৩

সূরা মারইয়াম (১৯), আয়াত ৮৪

সুতরাং তাদের বিষয়ে তাড়াহুড়া করনা; আমিতো গণনা করছি তাদের নির্ধারিত কাল।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-১৮: সূরা ত্বোয়া-হা (২০) (ত্বোয়া-হা)

বৈপরীত্য: ১৩৪

সূরা ত্বোয়া-হা (২০), আয়াত ১১৪

সুতরাং আল্লাহ মহান যিনি সত্যিকার অধিপতি; তোমার প্রতি ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করো না এবং তুমি বল, 'হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।'

সূরা আল আ'লা (৮৭), আয়াত ৬

আমরা যথাশীঘ্র তোমাকে পড়াবো, ফলে তুমি ভুলবে না,

সূরা আল আ'লা (৮৭), আয়াত ৭

আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়।

বৈপরীত্য: ১৩৫

সূরা ত্বোয়া-হা (২০), আয়াত ১৩০

সুতরাং এরা যা বলে সে বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণ করুন এবং আপনার পালনকর্তার প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে,

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৩৬

সূরা ত্বোয়া-হা (২০), আয়াত ১৩৫

বলঃ প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কারা রয়েছে সরল পথে এবং কারা সৎ পথ প্রাপ্ত হয়েছে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-১৯: সূরা আল আম্বিয়া (২১) (নবীগণ)

বৈপরীত্য: ১৩৭

সূরা আল আম্বিয়া (২১), আয়াত ৯৮

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে।

সূরা আল আম্বিয়া (২১), আয়াত ৯৯

যদি তারা উপাস্য হত তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না; তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে।

সূরা আল আম্বিয়া (২১), আয়াত ১০০

সেখানে থাকবে তাদের আর্তনাদ এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবেনা।

সূরা আল আম্বিয়া (২১), আয়াত ১০১

যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা দোযখ থেকে দূরে থাকবে।

সূরা আল আম্বিয়া (২১), আয়াত ১০২

তারা জাহান্নামের ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না, আর তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে।

সূরা আল আম্বিয়া (২১), আয়াত ১০৩

মহা ত্রাস তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবেঃ আজ তোমাদের দিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

অধ্যায়-২০: সূরা আল হাজ্জ্ব (২২) (হজ্জ)

বৈপরীত্য: ১৩৮

সূরা আল হাজ্জ্ব (২২), আয়াত ৪৯

বল, 'হে মানুষ, আমি তো কেবল তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী'।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৩৯

সূরা আল হাজ্জ্ব (২২), আয়াত ৫২

আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

সূরা আল আ'লা (৮৭), আয়াত ৬

আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না

সূরা আল আ'লা (৮৭), আয়াত ৭

আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত।

বৈপরীত্য: ১৪০

সূরা আল হাজ্জ্ব (২২), আয়াত ৫৬

সেদিন আল্লাহরই আধিপত্য; তিনিই তাদের বিচার করবেন।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৪১

সূরা আল হাজ্জ্ব (২২), আয়াত ৬৮

তারা যদি আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, সে সর্ম্পকে আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৪২

সূরা আল হাজ্জ্ব (২২), আয়াত ৭৮

তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি।

সূরা আত তাগাবুন (৬৪), আয়াত ১৬

অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শ্রবণ কর, আনুগত্য কর এবং তোমাদের নিজদের কল্যাণে ব্যয় কর,

অধ্যায়-২১: সূরা আল মু'মিনূন (২৩) (মুমিনগণ),

বৈপরীত্য: ১৪৩

সূরা আল মু'মিনূন (২৩), আয়াত ৫৪

অতএব তাদের কিছু কালের জন্যে তাদের অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত থাকতে দিন।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৪৪

সূরা আল মু'মিনূন (২৩), আয়াত ৯৬

মন্দের মুকাবিলা কর উত্তম দ্বারা, তারা যা বলে আমি সেই সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-২২: সূরা আন নূর (২৪) (আলো)

বৈপরীত্য: ১৪৫

সূরা আন নূর (২৪), আয়াত ৩

ব্যভিচারী বিয়ে করে না ব্যভিচারিণী বা মুশরিকা নারী ছাড়া। আর ব্যভিচারিণী- তাকে বিয়ে করে না ব্যভিচারী বা মুশরিক পুরুষ ছাড়া, মু'মিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সূরা আন নূর (২৪), আয়াত ৩২

আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।

বৈপরীত্য: ১৪৬

সূরা আন নূর (২৪), আয়াত ৪

যারা সতী-সাধ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী হাজির করেনা, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেনা; তারাই সত্যত্যাগী।

সূরা আন নূর (২৪), আয়াত ৫

তবে যদি এরপর তারা তাওবাহ করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বৈপরীত্য: ১৪৭

সূরা আন নূর (২৪), আয়াত ৬

এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই,

সূরা আন নূর (২৪), আয়াত ৬

তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী।

সূরা আন নূর (২৪), আয়াত ৭

আর পঞ্চম বারে বলবে যে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর লা'নত।

সূরা আন নূর (২৪), আয়াত ৯

এবং পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে।

বৈপরীত্য: ১৪৮

সূরা আন নূর (২৪), আয়াত ২৭

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, অনুমতি প্রার্থনা এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দেয়া ব্যতীত।

সূরা আন নূর (২৪), আয়াত ২৯

যে গৃহে কেহ বাস করেনা তাতে তোমাদের জন্য দ্রব্য সামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনো পাপ নেই এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।

বৈপরীত্য: ১৪৯

সূরা আন নূর (২৪), আয়াত ৩১

ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে..

সূরা আন নূর (২৪), আয়াত ৬০

বয়স্কা নারীরা যারা বিয়ের আশা রাখে না, তাদের প্রতি কোন দোষ বর্তাবে না যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না ক'রে তাদের (উপরি) পোশাক খুলে রাখে,

বৈপরীত্য: ১৫০

সূরা আন নূর (২৪), আয়াত ৫৪

অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৫১

সূরা আন নূর (২৪), আয়াত ৫৮

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীগণ আর তোমাদের যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন (তোমাদের কাছে আসতে) তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে তিন সময়ে

সূরা আন নূর (২৪), আয়াত ৫৯

এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে তাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠদের ন্যায়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

অধ্যায়-২৩: সূরা আল ফুরকান (২৫) (সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণকারী গ্রন্থ)

বৈপরীত্য: ১৫২

সূরা আল ফুরকান (২৫), আয়াত ৬৩

আর রহমানের বান্দা তারাই যারা যমীনে নম্রভাবে চলাফেরা করে আর অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সম্বোধন করলে তারা বলে- 'শান্তি',

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৫৩

সূরা আল ফুরকান (২৫), আয়াত ৬৮

এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।

সূরা আল ফুরকান (২৫), আয়াত ৬৯

কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুন হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে।

সূরা আল ফুরকান (২৫), আয়াত ৭০

কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুন্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন।

অধ্যায়-২৪: সূরা আশ শুআরা (২৬) (কবিগণ)

বৈপরীত্য: ১৫৪

সূরা আশ শুআরা (২৬), আয়াত ২২৪

বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে।

সূরা আশ শুআরা (২৬), আয়াত ২২৫

তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে?

সূরা আশ শুআরা (২৬), আয়াত ২২৬

আর তারা নিশ্চয়ই তাই বলে যা তারা করে না?

সূরা আশ শুআরা (২৬), আয়াত ২২৭

তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ কে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

অধ্যায়-২৫: সূরা আন নম্‌ল (২৭) (পিপীলিকা)

বৈপরীত্য: ১৫৫

সূরা আন নমল (২৭), আয়াত ৯২

আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি কুরআন আবৃত্তি করতে। অতঃপর যে ব্যক্তি সৎ পথ অনুসরণ করে, সে তা অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং কেহ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বলঃ আমিতো শুধু সর্তককারীদের মধ্যে একজন।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-২৬: সূরা আল কাসাস (২৮) (কাহিনী)

বৈপরীত্য: ১৫৬

সূরা আল কাসাস (২৮), আয়াত ৫৫

আমাদের কাজের ফল আমরা পাব, তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে, তোমাদের প্রতি সালাম, অজ্ঞদের সাথে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-২৭: সূরা আল আনকাবূত (২৯) (মাকড়শা)

বৈপরীত্য: ১৫৭

সূরা আল আনকাবূত (২৯), আয়াত ৪৬

তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবেনা, তবে তাদের সাথে করতে পার যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী এবং বলঃ আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের মা'বূদ ও তোমাদের মা'বূদতো একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ২৯

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।

বৈপরীত্য: ১৫৮

সূরা আল আনকাবূত (২৯), আয়াত ৫০

বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-২৮: সূরা আর রুম (৩০) (রোমান জাতি)

বৈপরীত্য: ১৫৯

সূরা আর রুম (৩০), আয়াত ৬০

অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-২৯: সূরা লোকমান (৩১) (একজন জ্ঞানী ব্যাক্তি)

বৈপরীত্য: ১৫৯

সূরা লোকমান (৩১), আয়াত ২৩

আর যে কুফরী করে, তার কুফরী যেন তোমাকে ব্যথিত না করে; আমার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৩০: সূরা আস সেজদাহ্ (৩২) (সিজদা)

বৈপরীত্য: ১৬০

সূরা আস সেজদাহ্ (৩২), আয়াত ৩০

অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৩১: সূরা আল আহযাব (৩৩) (জোট)

বৈপরীত্য: ১৬১

সূরা আল আহযাব (৩৩), আয়াত ৪৮

আপনি কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করুন ও আল্লাহর উপর ভরসা করুন।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৬২

সূরা আল আহযাব (৩৩), আয়াত ৫২

এরপর, তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরির্বতে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে, তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ সব কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

সূরা আল আহযাব (৩৩), আয়াত ৫০

হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও

হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

অধ্যায়-৩২: সূরা সাবা (৩৪) (রানী সাবা/শেবা)

বৈপরীত্য: ১৬৩

সূরা সাবা (৩৪), আয়াত ২৫

বলুন, আমাদের অপরাধের জন্যে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু কর, সে সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হব না।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৩৩: সূরা ফাতির (৩৫) (আদি স্রষ্টা)

বৈপরীত্য: ১৬৪

সূরা ফাতির (৩৫), আয়াত ২৩

তুমি তো একজন সতর্ককারী বৈ কিছু নও।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৩৪: সূরা ইয়াসীন (৩৬) (ইয়াসীন)

বৈপরীত্য: ১৬৫

সূরা ইয়াসীন (৩৬), আয়াত ৭৬

সুতরাং তাদের কথাবার্তা তোমাকে যেন কষ্ট না দেয়। আমরা নিশ্চয়ই জানি যা তারা লুকিয়ে রাখে আর যা তারা প্রকাশ করে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৩৫: সূরা আস ছাফফাত (৩৭) (সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো)

বৈপরীত্য: ১৬৬

সূরা আস ছাফফাত (৩৭), আয়াত ১৭৪

অতএব আপনি কিছুকালের জন্যে তাদেরকে উপেক্ষা করুন।

সূরা আস ছাফফাত (৩৭), আয়াত ১৭৫

আর তাদেরকে দেখতে থাক, তারা শীঘ্রই দেখতে পাবে (ঈমান ও কুফুরীর পরিণাম)।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৩৬: সূরা ছোয়াদ (৩৮) (আরবি বর্ণ)

বৈপরীত্য: ১৬৭

সূরা ছোয়াদ (৩৮), আয়াত ৭০

আমার কাছে তো এ ওহীই আসে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র’।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৬৮

সূরা ছোয়াদ (৩৮), আয়াত ৮৮

কিছুকাল পরেই এর সংবাদ তোমরা অবশ্য অবশ্যই জানতে পারবে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৩৭: সূরা আয্-যুমার (৩৯) (দলবদ্ধ জনতা)

বৈপরীত্য: ১৬৯

সূরা আয্-যুমার (৩৯), আয়াত ৩

নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৭০

সূরা আয্-যুমার (৩৯), আয়াত ১৩

বল- আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তির ভয় করি।

সূরা আল ফাতহ (৪৮), আয়াত ২

যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

বৈপরীত্য: ১৭১

সূরা আয্-যুমার (৩৯), আয়াত ১৪

বলঃ আমি ইবাদাত করি আল্লাহরই, তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে।

সূরা আয্‌-যুমার (৩৯), আয়াত ১৫

অতএব, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার এবাদত কর।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৭২

সূরা আয্‌-যুমার (৩৯), আয়াত ৩৬

আল্লাহ যাকে পথহারা করেন তার জন্য কেউ পথ দেখাবার নেই।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৭৩

সূরা আয্‌-যুমার (৩৯), আয়াত ৩৯

বল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের পথ ও মত অনুযায়ী কাজ করে যাও, আমিও কাজ করে যাচ্ছি, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৭৪

সূরা আয্-যুমার (৩৯), আয়াত ৪০

"কে সে যার কাছে আসছে শাস্তি যা তাকে লাঞ্ছিত করবে, আর কার উপরে বিধেয় হয়েছে স্থায়ী শাস্তি।"

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৭৫

সূরা আয্-যুমার (৩৯), আয়াত ৪১

অতঃপর যে সৎ পথ অবলম্বন করে সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সেতো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য এবং তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৭৬

সূরা আয্-যুমার (৩৯), আয়াত ৪৬

বলুন, হে আল্লাহ আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন, যে বিষয়ে তারা মত বিরোধ করত।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৩৮: সূরা আল মু'মিন (৪০) (বিশ্বাসী)

বৈপরীত্য: ১৭৭

সূরা আল মু'মিন (৪০), আয়াত ১২

বস্তুতঃ হুকুম আল্লাহ্‌র -- মহোচ্চ, মহামহিম।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৭৮

সূরা আল মু'মিন (৪০), আয়াত ৫৫

অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৭৯

সূরা আল মু'মিন (৪০), আয়াত ৭৭

অতএব আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে যে শাস্তির ওয়াদা দেই, তার কিয়দংশ যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই অথবা আপনার প্রাণ হরণ করে নেই, সর্বাবস্থায় তারা তো আমারই কাছে ফিরে আসবে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৩৯: সূরা হা-মীম সেজদাহ্ (৪১) (সুস্পষ্ট বিবরণ)

বৈপরীত্য: ১৮০

সূরা হা-মীম সেজদাহ্ (৪১), আয়াত ৩৪

সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শুত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৪০: সূরা আশ্-শূরা (৪২) (পরামর্শ)

বৈপরীত্য: ১৮১

সূরা আশ্-শূরা (৪২), আয়াত ৫

ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

সূরা আল মু'মিন (৪০), আয়াত ৭

যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুস্পার্শ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তাওবাহ করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।

বৈপরীত্য: ১৮২

সূরা আশ্-শূরা (৪২), আয়াত ৬

আল্লাহ তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। আপনার উপর নয় তাদের দায়-দায়িত্ব।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৮৩

সূরা আশ্‌-শূরা (৪২), আয়াত ১৫

সুতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং হুকুম অনুযায়ী অবিচল থাকুন; আপনি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবেন না। বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। আমাদের জন্যে আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সমবেত করবেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তণ হবে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ২৯

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।

বৈপরীত্য: ১৮৪

সূরা আশ্‌-শূরা (৪২), আয়াত ২০

যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্যে সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না।

সূরা বনী-ইসরাঈল (১৭), আয়াত ১৮

যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে দেই। অতঃপর তাদের জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।

বৈপরীত্য: ১৮৫

সূরা আশ্-শূরা (৪২), আয়াত ২৩

বলঃ আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাইনা।

সূরা সাবা (৩৪), আয়াত ৪৭

বল, ‘আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনি, বরং তা তোমাদেরই। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহর নিকট

বৈপরীত্য: ১৮৬

সূরা আশ্-শূরা (৪২), আয়াত ৩৯

আর তাদের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হলে নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে।

সূরা আশ্-শূরা (৪২), আয়াত ৪৩

আর যে ব্যক্তি (অত্যাচারিত হওয়ার পরও) ধৈর্য ধারণ করে, আর (অত্যাচারীকে) ক্ষমা করে দেয়, তাহলে তা অবশ্যই দৃঢ় চিত্ততার কাজ।

বৈপরীত্য: ১৮৭

সূরা আশ্‌-শূরা (৪২), আয়াত ৪১

কেউ অত্যাচারিত হয়ে নিজের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিলে, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

সূরা আশ্‌-শূরা (৪২), আয়াত ৪৩

আর যে ব্যক্তি (অত্যাচারিত হওয়ার পরও) ধৈর্য ধারণ করে, আর (অত্যাচারীকে) ক্ষমা করে দেয়, তাহলে তা অবশ্যই দৃঢ় চিত্ততার কাজ।

বৈপরীত্য: ১৮৮

সূরা আশ্‌-শূরা (৪২), আয়াত ৪৮

যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৪১: সূরা আয্-যুখরুফ (৪৩) (সোনাদানা)

বৈপরীত্য: ১৮৯

সূরা আয্-যুখরুফ (৪৩), আয়াত ৮৩

অতএব, তাদেরকে বাকচাতুরী ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দিন সেই দিবসের সাক্ষাত পর্যন্ত, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৯০

সূরা আয্-যুখরুফ (৪৩), আয়াত ৮৯

অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং বলুন, ‘সালাম’। তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৪২: সূরা আদ-দোখান (৪৪) (ধোঁয়া)

বৈপরীত্য: ১৯১

সূরা আদ-দোখান (৪৪), আয়াত ৫৯

অতএব, আপনি অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৪৩: সূরা আল জাসিয়াহ (৪৫) (নতজানু)

বৈপরীত্য: ১৯২

সূরা আল জাসিয়াহ (৪৫), আয়াত ১৪

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহর সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না যাতে তিনি কোন সম্প্রদায়কে কৃতকর্মের প্রতিফল দেন।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৪৪: সূরা আল আহক্বাফ (৪৬) (বালুর পাহাড়)

বৈপরীত্য: ১৯৩

সূরা আল আহক্বাফ (৪৬), আয়াত ৯

বলুন, আমি তো কোন নতুন রসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ক কারী বৈ নই।

সূরা আল ফাতহ (৪৮), আয়াত ১

নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।

সূরা আল ফাতহ (৪৮), আয়াত ২

যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

সূরা আল ফাতহ (৪৮), আয়াত ৩

এবং তোমাকে আল্লাহ বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।

সূরা আল ফাতহ (৪৮), আয়াত ৪

তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

সূরা আল ফাতহ (৪৮), আয়াত ৫

এটা এ জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করবেন; এটাই আল্লাহর দৃষ্টিতে মহা সাফল্য।

সূরা আল ফাতহ (৪৮), আয়াত ৬

এবং মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক মহিলা, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। অমঙ্গল চক্র তাদের জন্য, আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন; ওটা কত নিকৃষ্ট আবাস!

বৈপরীত্য: ১৯৪

সূরা আল আহক্কাফ (৪৬), আয়াত ৩৫

কাজেই তুমি ধৈর্য ধর যেমনভাবে ধৈর্য ধারণ করেছিল দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রসূলগণ। আর এই লোকেদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৪৫: সূরা মুহাম্মদ (৪৭) (নবী মুহাম্মদ)

বৈপরীত্য: ১৯৫

সূরা মুহাম্মদ (৪৭), আয়াত ৪

অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ কর।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৯৬

সূরা মুহাম্মদ (৪৭), আয়াত ৩৬

তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না।

সূরা মুহাম্মদ (৪৭), আয়াত ৩৭

তিনি তোমাদের কাছে ধন-সম্পদ চাইলে অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দেবেন।

সূরা মুহাম্মদ (৪৭), আয়াত ৩৮

দেখ, তোমরাইতো তারা যাদের আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে,

অধ্যায়-৪৬: সূরা ক্বাফ (৫০) (ক্বাফ)

বৈপরীত্য: ১৯৭

সূরা আল ক্বাফ (৫০), আয়াত ৩৯

অতএব তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ১৯৮

সূরা আল ক্বাফ (৫০), আয়াত ৪৫

তারা যা বলে তা আমি জানি, তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৪৭: সূরা আয-যারিয়াত (৫১) (বিক্ষেপকারী বাতাস)

বৈপরীত্য: ১৯৯

সূরা আয-যারিয়াত (৫১), আয়াত ১৯

এবং তাদের ধন-মালে আছে যাঞ্ছাকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার (যা তারা আদায় করত)।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৬০

দান তো কেবল অক্ষমদের জন্য, আর অভাবগ্রস্তদের, আর এর জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের, আর যাদের হৃদয় ঝোঁকোনো হয় তাদের, আর দাস-মুক্তির, আর ঋণগ্রস্তদের, আর আল্লাহ্‌র পথে, আর পর্যটকদের জন্য, -- আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এই বিধান। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা, পরমজ্ঞানী।

বৈপরীত্য: ২০০

সূরা আয-যারিয়াত (৫১), আয়াত ৫৪

অতএব, আপনি ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। এতে আপনি অপরাধী হবেন না।

সূরা আয-যারিয়াত (৫১), আয়াত ৫৫

এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মুমিনদের উপকারে আসবে।

অধ্যায়-৪৮: সূরা আত্ব তূর (৫২) (পাহাড়)

বৈপরীত্য: ২০১

সূরা আত্ব তূর (৫২), আয়াত ৩১

বলুনঃ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ২০২

সূরা আত্ব তূর (৫২), আয়াত ৪৫

তাদেরকে ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের উপর বজ্রাঘাত পতিত হবে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ২০৩

সূরা আত্ব তূর (৫২), আয়াত ৪৮

ধৈর্য ধারণ কর তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৪৯: সূরা আন-নাজম (৫৩) (তারা)

বৈপরীত্য: ২০৪

সূরা আন-নাজম (৫৩), আয়াত ২৯

কাজেই যে আমার স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর পার্থিব জীবন ছাড়া (অন্য কিছুই) কামনা করে না, তুমি তাকে এড়িয়ে চল।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ২০৫

সূরা আন-নাজম (৫৩), আয়াত ৩৯

আর এই যে, মানুষ যা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে তাছাড়া কিছুই পায় না,

সূরা আত্ব তূর (৫২), আয়াত ২১

যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী।

অধ্যায়-৫০: সূরা আল ক্বামার (৫৪) (চন্দ্র)

বৈপরীত্য: ২০৬

সূরা আল ক্বামার (৫৪), আয়াত ৬

অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যেদিন আহবানকারী আহবান করবে এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে,

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৫১: সূরা আল ওয়াক্বিয়াহ্ (৫৬) (নিশ্চিত ঘটনা)

বৈপরীত্য: ২০৭

সূরা আল ওয়াক্বিয়াহ্ (৫৬), আয়াত ১৩

বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে;

সূরা আল ওয়াক্বিয়াহ্ (৫৬), আয়াত ১৪

এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে,

সূরা আল ওয়াক্বিয়াহ্ (৫৬), আয়াত ৩৯

তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে।

সূরা আল ওয়াক্বিয়াহ্ (৫৬), আয়াত ৪০

এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।

অধ্যায়-৫২: সূরা আল মুজাদালাহ্ (৫৮) (অনুযোগকারিণী)

বৈপরীত্য: ২০৮

সূরা আল মুজাদালাহ্ (৫৮), আয়াত ১২

হে মু'মিনগণ! তোমরা রাসূলের সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে উহার পূর্বে সাদাকাহ প্রদান করবে, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক।

সূরা আল মুজাদালাহ্ (৫৮), আয়াত ১৩

তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলার পূর্বে সাদাকাহ প্রদান কষ্টকর মনে কর? যখন তোমরা সাদাকাহ দিতে পারলেনা, আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।

অধ্যায়-৫৩: সূরা আল ক্বলম (৬৮) (কলম)

বৈপরীত্য: ২০৯

সূরা আল ক্বলম (৬৮), আয়াত ৪৪

যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবেনা।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ২১০

সূরা আল ক্বলম (৬৮), আয়াত ৪৮

আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মত হবেন না, যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৫৪: সূরা আল মাআরিজ (৭০) (উন্নয়নের সোপান)

বৈপরীত্য: ২১১

সূরা আল মাআরিজ (৭০), আয়াত ৫

সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর, পরম ধৈর্য।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ২১২

সূরা আল মাআরিজ (৭০), আয়াত ৪২

অতএব তাদেরকে বাক-বিতন্ডা ও ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও, যে দিন সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৫৫: সূরা আল মুয্‌যাম্মিল (৭৩) (বস্ত্রাচ্ছাদনকারী)

বৈপরীত্য: ২১৩

সূরা মুয্‌যাম্মিল (৭৩), আয়াত ২

রাত্রিতে দন্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে;

সূরা মুয্‌যাম্মিল (৭৩), আয়াত ৩

অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম

সূরা মুয্‌যাম্মিল (৭৩), আয়াত ৪

অথবা তদপেক্ষা বেশী

বৈপরীত্য: ২১৪

সূরা মুয্‌যাম্মিল (৭৩), আয়াত ৫

আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুভার বাণী।

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ২৮

আল্লাহ তোমাদের ভার লঘু করতে চান, কারণ মানুষকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।

বৈপরীত্য: ২১৫

সূরা মুয্‌যাম্মিল (৭৩), আয়াত ১০

লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে উহাদেরকে পরিহার করে চল।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ২১৬

সূরা মুয্যাম্মিল (৭৩), আয়াত ১১

ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে; আর কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ২১৭

সূরা মুয্যাম্মিল (৭৩), আয়াত ১৯

ইহা এক উপদেশ, অতএব যার অভিরুচি সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক!

সূরা আদ দাহর (৭৬), আয়াত ৩০

তোমরা ইচ্ছে কর না আল্লাহর ইচ্ছে ব্যতীত। (অর্থাৎ আল্লাহ কোন কিছু কার্যকর করতে চাইলে তোমাদের মাঝে ইচ্ছে ও শক্তি সঞ্চার করতঃ তোমাদের মাধ্যমে তা কার্যকর করেন)। আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা মহাবিজ্ঞানী।

অধ্যায়-৫৬: সূরা আল মুদ্দাসসির (৭৪) (পোশাক পরিহিত)

বৈপরীত্য: ২১৮

সূরা মুদ্দাসসির (৭৪), আয়াত ১১

আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৫৭: সূরা আল ক্বিয়ামাহ্ (৭৫) (পুনরুত্থান)

বৈপরীত্য: ২১৯

সূরা আল ক্বিয়ামাহ্ (৭৫), আয়াত ১৬

তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত্ব করার জন্য তুমি তোমার জিহবা দ্রুততার সাথে সঞ্চালন করনা।

সূরা আল আ'লা (৮৭), আয়াত ৬

আমরা যথাশীঘ্র তোমাকে পড়াবো, ফলে তুমি ভুলবে না,

অধ্যায়-৫৮: সূরা আদ দাহর (৭৬) (মানুষ)

বৈপরীত্য: ২২০

সূরা আদ দাহর (৭৬), আয়াত ৮

তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ২২১

সূরা আদ দাহর (৭৬), আয়াত ২৪

অতএব, আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের জন্যে ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করুন এবং ওদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ কাফেরের আনুগত্য করবেন না।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

বৈপরীত্য: ২২২

সূরা আদ দাহর (৭৬), আয়াত ২৯

এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয় সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ্ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৫৯: সূরা আবাসা (৮০) (তিনি ভ্রুকুটি করলেন)

বৈপরীত্য: ২২৩

সূরা আবাসা (৮০), আয়াত ১২

যে ইচ্ছা করবে সে ইহা স্মরণ রাখবে,

সূরা আত তাকভীর (৮১), আয়াত ২৯

তোমরা ইচ্ছে কর না যদি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছে না করেন।

অধ্যায়-৬০: সূরা আত তাকভীর (৮১) (অন্ধকারাচ্ছন্ন)

বৈপরীত্য: ২২৪

সূরা আত তাকভীর (৮১), আয়াত ২৮

তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়।

সূরা আত তাকভীর (৮১), আয়াত ২৯

তোমরা ইচ্ছে কর না যদি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছে না করেন।

অধ্যায়-৬১: সূরা আত তারিক্ব (৮৬) (রাতের আগন্তুক)

বৈপরীত্য: ২২৫

সূরা আত তারিক্ব (৮৬), আয়াত ১৭

অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৬২: সূরা আল গাশিয়াহ্‌ (৮৮) (বিহ্বলকর ঘটনা)

বৈপরীত্য: ২২৬

সূরা আল গাশিয়াহ্‌ (৮৮), আয়াত ২১

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশ দাতা মাত্র।

সূরা আল গাশিয়াহ্‌ (৮৮), আয়াত ২২

তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও।

সূরা আল গাশিয়াহ্‌ (৮৮), আয়াত ২৩

তবে কেউ কুফুরি করলে এবং মুখ ফিরিয়ে নিলে

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৬৩: সূরা আত ত্বীন (৯৫) (ডুমুর)

বৈপরীত্য: ২২৭

সূরা আত ত্বীন (৯৫), আয়াত ৮

আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম (বিচারক) নন?

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৬৪: সূরা আল আছর (১০৩) (সময়)

বৈপরীত্য: ২২৮

সূরা আল আছর (১০৩), আয়াত ২

নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত;

সূরা আল আছর (১০৩), আয়াত ৩

কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে

অধ্যায়-৬৫: সূরা আল কাফিরুন (১০৯) (অবিশ্বাসী গোষ্ঠী)

বৈপরীত্য: ২২৯

সূরা আল কাফিরুন (১০৯), আয়াত ৬

তোমাদের পথ ও পন্থা তোমাদের জন্য আর আমার জন্য আমার পথ।

সূরা আত তওবা (৯), আয়াত ৫

তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

অধ্যায়-৬৬: আপনার বৈপরীত্য!

বৈপরীত্য: ২৩০

সূরা বাকারা (২), আয়াত ২

ইহা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই;

সূরা আন নিসা (০৪) আয়াত ৮২

তারা কি লক্ষ্য করে না কোরানের প্রতি? এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতে অবশ্যই বহু **বৈপরীত্য** দেখতে পেত।

পাঠক আপনাকে বলছি

(আপনি যদি ইবুকটি বুঝে পড়ে থাকেন, তবে ওপরের আয়াত দুটোর সাথে আপনার একমত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর যদি একমত হন, তবে বুদ্ধিভ্রষ্টের চিকিৎসক দেখান; কারণ স্বাভাবিক মানুষের সাথে আপনার বৈপরীত্য আছে।)

ধন্যবাদ



‘কোরানে বৈপরীত্য’ কোরানের আয়াতে বিপরীত বক্তব্যের গবেষণা সংকলন।

কোরান দাবি করে, সে বিপরীত তথ্য ধারণ করে না, কারণ সে এক এবং অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রেরীত এবং তাতে কোনো বৈপরীত্য নেই!

কোরান সংকলনের পর থেকেই, কোরানের কিছু কিছু আয়াতে চরম বৈপরীত্য চোখে পড়তে থাকে; প্রবল ধর্মভীরু কোরান ব্যাখ্যাকারীগণ, ‘তাফসীর’ এবং ‘শানে-নুযুল’ গ্রন্থে প্রায় **তিন শতাধিক বৈপরীত্য** লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

চিন্তাশীল পাঠকদের জন্য বাংলা ভাষায় কোরানে বৈপরীত্য নিয়ে একটি সংকলন করার ইচ্ছাই এই ইবুকটি করার মূল কারণ।

নরসুন্দর মানুষ

dhormockery@gmail.com
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net

